بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সমাজ ও সমাজ পরিবর্তনের ইসলামিক পদ্ধতি

সূচনাঃ

এখন আমরা সবাই একমত যে আমাদের সমাজের যে অবস্থা তাকে কোনোভাবেই সুস্থ অবস্থা বলা চলে না। প্রতিদিনের পত্রিকায় যে পরিমাণ নির্যাতন, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, মাস্তানি, দুর্নীতি, প্রতারণা, কেলেঙ্কারী ইত্যাদির খবর প্রকাশিত হয় তা আমাদের সমাজের মারাত্মক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরার জন্য যথেষ্ঠ। যদিওবা বিভিন্ন ব্যক্তি এসব ঘটনার সাথে জড়িত, তথাপি এগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। এগুলো এখন ব্যাপকতর পরিসরে ঘটমান দৈনন্দিন ঘটনা- তাই এগুলোকে আমরা সামাজিক সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করব।

এমতবস্থায় যারা সমাজ পরিবর্তন করতে চান তাদেরকে প্রথমে সমাজ বলতে বাস্তবে কি বোঝায় সে সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণায় উপনীত হতে হবে। এজন্য আমাদেরকে সমাজ ও এর উপাদানগুলো সম্পর্কে গভীর, আলোকিত ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যেতে হবে।

অগভীর কিংবা দুর্বোধ্য আলোচনা আমাদেরকে বাস্তব সমস্যা মোকাবেলায় কোনোভাবেই সাহায্য করবে না। আমরা যদি শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়াসার, তাৎক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে চিন্তা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি এবং তার ভিত্তিতে কাজ করি তাহলে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং সমস্যাগুলোকে আরো জটিল করে তুলবে।

উপরন্তু আমরা যারা সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাই তাদেরকে সমাজ পরিবর্তনের ইসলামিক পদ্ধতি সম্পর্কেও সামগ্রিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হবে যাতে আমরা কাঙ্খিত পরিবর্তনের ধারায় সমাজকে পরিচালিত করতে পারি।

সমাজ কিঃ

পশ্চিমা সভ্যতা জীবনের সব বিষয়কে হালকাভাবে দেখে তাই সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমা পূঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও অগভীর হওয়াই স্বাভাবিক। তারা সমাজকে শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তিমানুষের সমষ্টি বলেই মনে করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মার্গারেট থ্যাচার একবার এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় বলেছিলেন, "সমাজ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কিছু ব্যক্তি ও পরিবারের সমষ্টি মাত্র।"

মুসলিম উম্মাহ্‌র অধঃপতনের এই দীর্ঘ সময়কালে অনেক সৎ সংস্কারক ও অনেক সাহসী আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা আন্তরিকভাবেই উম্মাহ্‌র এই খারাপ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন বা করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের মধ্যে অনেকেই সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়েছেন- অর্থাৎ তারাও মনে করেছেন সমাজ হলো আসলে অনেকগুলো ব্যক্তি। তাই তাঁরা চেষ্টা করেছেন ব্যক্তিকে ভাল মুসলমানে পরিণত করতে; তাকে ভাল আদব কায়দা, ধর্মীয় রীতি নীতি শেখাতে এবং চিন্তা করেছেন যে অনেকগুলো ব্যক্তি যখন ভাল হয়ে যাবে তখন সমাজ ঠিক হয়ে যাবে। যদিও তাদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে অনেক মানুষ সে সব আন্দোলন ও কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো সমাজের বাস্তব অবস্থা অর্থাৎ সমাজে বিদ্যমান অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা, বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ইত্যাদির তো কোনও পরিবর্তনই হয়নি বরং এগুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সমাজ সর্ম্পকে গভীরতর বিশ্লেষণঃ

আমরা যদি সমাজের সামগ্রিক ও গভীরতর বিশ্লেষণ পেতে চাই তাহলে বাস্তবে মানুষ বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে শুরু করতে হবে। আমরা মানুষের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখব যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তি আছে। যেমন, তাকে খাদ্য গ্রহণ ও পানীয় পান করতে হয় (জৈবিক চাহিদা); তার মধ্যে অধিকতর সম্পদ ও অর্থ উপার্জন করার ও তা দিয়ে জীবনমান উন্নত করার আকাংখা আছে; তার স্বভাবগত প্রবণতা হচ্ছে বৈরী পরিবেশে নিজেকে রক্ষা করা এবং বেঁচে থাকা (টিকে থাকার প্রবৃত্তি)। এছাড়াও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তার স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এবং সে সংসার করতে চায় (জনন প্রবৃত্তি)। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, মুসলমান- অমুসলমান সবার জন্যই এগুলো অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণের প্রয়োজন ও তাড়নাই মানুষকে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসে। মানুষ একা বিচ্ছিন্ন ভাবে এসব চাহিদা ও প্রবৃত্তি পূরণ করতে পারে না। তাই মানুষ একটা সমাজের মধ্যে থাকে যাতে করে তারা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমঝোতার ভিত্তিতে এসব চাহিদা পূরণ করতে পারে।

মানুষ যখন পরস্পরের সাথে ক্রিয়া করে বা সম্পর্ক স্থাপন করে তখন বাকী প্রাণীজগতের তুলনায় সে মৌলিকভাবে ভিন্ন। মানুষের চিন্তা করার এক অনন্য ক্ষমতা আছে যার সাহায্যে সে বিভিন্ন ধারণায় (Concept) উপনীত হতে পারে যেগুলো তার জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণের উপায় বা পদ্ধতি ঠিক করে দেয়। অর্থাৎ এই ধারণা বা বিশ্বাসগুলো তার চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলোকে কিছু শৃংখলা ও নিয়মের অধীনে নিয়ে আসে।

তাই মানুষ যখন কোথাও দলবদ্ধ হয়ে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তখন তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এমন কিছু ধারণা, বিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতি যা তাদের সবার মধ্যে বিদ্যমান। সেই

সাথে তারা কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাদের চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণের পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয় যা তাদের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অথবা বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। তারপর তারা একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে যা বাস্তবে এসব নিয়ম-পদ্ধতি প্রয়োগ ও রক্ষা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই কর্তৃপক্ষটিই রাষ্ট্র বা সরকার।

অতএব সমাজ নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ঃ

১. ব্যক্তি
২. ব্যক্তিবর্গের (জনসাধারণের) মধ্যে প্রচলিত বা লালিত সাধারণ (Common) ধ্যান-ধারনা বা বিশ্বাস
৩. জনগণের সাধারণ(Common) বিশ্বাস প্রসূত আবেগ-অনুভূতি
৪. তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ম পদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়ন ও রক্ষা করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ(রাষ্ট্র/সরকার/সামাজিক নেতৃত্ব ইত্যাদি)।

সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ (Common) বিশ্বাসগুলোই সামাজিক চিন্তা ও অনুভূতি হিসেবে প্রকাশ পায়, যা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসে। এই চিন্তা ও বিশ্বাসগুলো তাদের কাজের মানদন্ড ঠিক করে এবং সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাদের সম্পর্ককেও বিন্যস্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমরা কিভাবে অস্তিত্বে এলাম? আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি? আমাদের মৃত্যুর পরে কি ঘটবে? ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের জবাবে যখন বলা হয় আল্লাহ্‌সুবহানাহুতা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা আর মৃত্যুর পর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে বিচার দিবস আর জান্নাত অথবা জাহান্নাম এবং জনগণ যখন চিন্তা-ভাবনা করে বুঝেশুনে এই বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে তখন তা তাদের জীবনের কার্যাবলীর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের সর্বজনগ্রাহ্য মানদন্ডের জন্ম দেয়। সে ক্ষেত্রে জনগণ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর আদেশ ও নিষেধকেই তাদের কাজের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহন করে। কেননা রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

"তোমাদের কেউই (সত্যিকারভাবে) বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ না আমি যা নিয়ে এসেছি সে অনুসারে তার প্রবণতা তৈরী হয়"।

এবং আল্লাহ্‌সুবহানাহুতা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

صِبغَةَ اللهِ ومن أحسن مِن اللهِ صِبغةً ونحن له عابِدونَ

"(আমরা) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমাদের রং নিই, রঞ্জিত করার ক্ষেত্রে কে আল্লাহ্‌'র চাইতে বেশী উত্তম? আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।" [সূরা বাকারা:১৩৮]

সমাজের কোন বড় কিংবা প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী যে সাধারণ (Common) চিন্তা ভাবনাগুলো ধারণ করে, ব্যাপকতর পরিসরে সেগুলো দ্বারাই গোটা সমাজের সাধারণ অনুভূতিগুলো তৈরী হয়। একটি ইসলামিক সমাজের পছন্দ- অপছন্দ, এর লোকাচার ও অনুরাগ-অনুভূতি কুরআন ও সুন্নাহ'র রঙে রঞ্জিত হবে। এসব সাধারণ চিন্তা ও অনুভূতিগুলোই সাধারণত জনমত হিসেবে পরিচিত ।

জনগণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই বন্ধন ও নিয়ন্ত্রক সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সরকার, যাকে অবশ্যই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। সরকার সরাসরি জনমতকে নতুনভাবে ছাঁচ দিতে পারে, রাষ্ট্রের ভিতরে জনগণের কার্যাবলী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামিক রাষ্ট্রের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে। সরাসরি আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এবং অন্যান্যভাবে, যেমন বিশেষ কোন মতবাদের প্রচার ও মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে এ কাজগুলো হয়ে থাকে। সমাজে প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের (যেমন সরকারের) ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা একটি বিখ্যাত হাদিসে বিবৃত হয়েছে, যেখানে রাসূল (সঃ) বলেছেন,

"যারা আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলে তাদের সাথে থেকে যারা সেগুলো (আল্লাহ্‌'র হুকুম)-কে নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়ালে লঙ্ঘন করে, (এরা উভয়ই) যেন তাদের মত যারা একই জাহাজে আরোহণ করে। তাদের একাংশ জাহাজের উপরের অংশে তাদের জায়গা করে নিয়েছে এবং অন্যরা এর নীচের অংশে নিজেদের জায়গা করে নেয়। যখন নিচের লোকদের পিপাসা নিবৃত্ত করার প্রয়োজন হয় তখন তাদেরকে জাহাজের উপরের অংশের লোকদের অতিক্রম করে যেতে হয়। (তাই) তারা (নিচের অংশের লোকেরা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিল, 'আমরা যদি জাহাজের নীচের দিকে একটা ফুটো করে নিই তাহলে জাহাজের উপরের অংশের লোকদের কোন সমস্যা করব না।' এখন যদি উপরের অংশের অধিকারীরা নিচের ডেক'এর লোকদেরকে এ কাজ করতে দেয় তবে নিশ্চিতভাবেই তারা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অবশ্য তারা (উপরের অংশের লোক) যদি তাদের (নীচের লোকদের)কে এ কাজ থেকে বিরত রাখে, (তবে) তারা (উপরের অংশের লোক) রক্ষা পাবে এবং এভাবে (জাহাজের) সবাই রক্ষা পাবে।"(বুখারী)

সুতরাং সমাজ ব্যবস্থার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজকে এমন সব নির্দিষ্ট কার্যাবলী থেকে বিরত রাখা, যা ঘটলে তা হবে পুরো জাতির জন্য ক্ষতিকর। এ ধরণের কার্যাবলীর মধ্যে মদ্যপান, ব্যাভিচার, চুরি, ধর্মত্যাগ উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া শুধুমাত্র ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করার জন্যই যে প্রয়োজন তা নয় বরং গোটা জাতি ও সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্যও এ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। হয়রত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান'(রাঃ) এর উক্তিতেও বলা হয়েছে, "যারা কুরআনের শিক্ষা দ্বারা বিরত হয় না, আল্লাহ্‌ তাদেরকে সুলতানের ক্ষমতা দিয়ে বিরত করেন"।

যেহেতু ব্যক্তি, জনগণের সাধারণ (Common) চিন্তা-অনুভূতি-আবেগ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ম পদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়ন ও রক্ষা করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হয়, সেহেতু কোন সমাজের বেশীরভাগ লোক মুসলমান হলেও যে চিন্তাভাবনা তারা নিজেদের ভেতর লালন করে সেগুলো যদি পুঁজিবাদী তথা ভোগবাদী ও স্বেচ্ছাচারী হয়; যে অনুভূতি তারা বহন করে তা যদি হয় সংকীর্ণ দেশতান্ত্রিক বা বর্ণ/ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী অথবা যে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা তাদের সম্পর্কগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তা যদি হয় পুঁজিবাদী-তথা আল্লাহ্‌র বদলে মানুষের সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক তবে সে সমাজকে ইসলামিক সমাজ বলা যাবে না।

সমাজ পরিবর্তনের ইসলামিক পদ্ধতি

রাসূল (সাঃ) যে সমাজে এসেছেন তা পরিবর্তন করেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই হিজাজের অধিকাংশ এলাকা এবং তার পাশের এলাকাসমূহ জাহেলিয়াত (অন্ধকার যুগ) থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছিল। তাঁর সময় যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হচ্ছে অন্য সব সমাজের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমাজ পরিবর্তনের জন্য যে পথ গ্রহণ করেছিলেন বস্তুতপক্ষে সেটা আমাদের সমাজ পরিবর্তনের জন্যও একমাত্র অনুকরণীয় পথ। আল্লাহ্‌সুবহানাহুতা'য়ালা বলেন,

قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বলঃ এটাই আমার পথ, আমি সজ্ঞানে আমার প্রভুর দিকে ডাকি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারাও।" [সূরা ইউসুফ:১০৮]

إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"আল্লাহ্‌ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভেতর যা আছে তা পরিবর্তন করে।" [সূরা আর- রাআ'দ:**১১**]

কুরআনের এই আয়াতগুলোর সাথে সাথে আমাদেরকে রাসূল(সাঃ) এর জীবনের দিকেও (যা পুরোপুরি আল্লাহ্‌সুবহানাহুতা'য়ালা কর্তৃক নাযিলকৃত ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল) দৃষ্টিপাত করতে হবে–তিনি নিজে কিভাবে এ কাজে (আল্লাহ্‌র এই হুকুম পালনে) ব্যাপৃত হয়েছিলেন এবং তিনি যে সমাজে এসেছিলেন সে সমাজের ভেতর কি কি বিষয় পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছিলেন।

আমরা রাসূল(সাঃ)এর সীরাত এবং কুরআনের অনেক আয়াত থেকে পাই যে, সমাজ

পরিবর্তনের জন্য সমাজের সবগুলো উপাদানের প্রতিই মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। মক্কায় নাযিলকৃত আয়াতগুলো তর্ক–বিতর্ক ও প্রচুর যুক্তি ধারণ করে যা সমাজের ভেতরে বিরাজমান চিন্তা, অনুভূতি আর শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে আলোচনা ও প্রশ্নের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল।

হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যক্তিদেরকে পরিবর্তনের জন্য তাদের কাছে ইসলাম নিয়ে গিয়েছিলেন

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ইসলাম নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকের সাথেই রাসূল (সাঃ)' এর ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ছিল, তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে আবার কেউ বর্জন করেছে। প্রথমে তাঁর (সাঃ) স্ত্রী বিবি খাদিজা (রাঃ) ও তারপর পালিতপুত্র যায়েদ(রাঃ) ও চাচাতো ভাই আট বৎসরের বালক আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহন করেন। মক্কার ধনী–গরীব, বালক–বৃদ্ধ, নারী–পুরুষ, সম্ভ্রান্তবংশীয়–ক্রীতদাস নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি (সাঃ) ইসলামের মহান বাণী তুলে ধরেন। অতঃপর যারা ইসলাম গ্রহন করেছিলেন তিনি (সাঃ) তাঁদেরকে অত্যন্ত যত্নসহকারে ইসলামের সমস্ত রীতিনীতি শিক্ষা দেন এবং ভবিষ্যত কঠিন সময়ের জন্য ঈমান ও জ্ঞানগতভাবে প্রস্তুত করেন। বিশিষ্ট সাহাবী আরকাম (রাঃ) বাড়ীটি তখন নতুন মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

রাসুল (সাঃ) সামাজিক চিন্তা ও অনুভূতি পরিবর্তনের প্রতি মনোযোগ দেন

এসব ব্যক্তিগত দাওয়াত ছাড়াও কুরআন ও সুন্নাহ্ তৎকালীন মক্কী সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী চিন্তা ও অনুভূতিগুলোর পরিবর্তনের প্রতি নির্দেশ করে। যেমন–

মহানবী (সাঃ)এর সময় অনেক পৌত্তলিক অস্বীকার করেনি যে তাদেরকে আল্লাহ্সুবহানাহুতা'য়ালা তৈরী করেছেন। তারা মুর্তিপূজাকে আল্লাহ্ ও তাদের মধ্যে সম্পর্কের একটি উপায় বলে মনে করত। কুরাইশদের মধ্যে একটি প্রবল চিন্তা ছিল যে আল্লাহ্সুবহানাহুতা'য়ালা আছেন এবং তাঁর কন্যা সন্তান আছে, যাদের প্রশংসা পাওয়ার ন্যায্য অধিকারও আছে (নাউযুবিল্লাহ)। এই ধারণাটি নিবের আয়াতগুলোতে আলোচিত হয়েছেঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهم من خلَقَ السماواتِ والأَرض لَيقُولُن الله قُلْ الْحمد لِلهِ بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ

"তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর, আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।"

[সূরা লুক্বমান্ ঃ ২৫]

قُلْ من رب السماواتِ والأرضِ قُلْ الله قُلْ أَفَاتخذْتم مِن دونِهِ أَولِياءَ لاَ يملِكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعا ولاَ ضرا قُلْ هلْ يستوِي الأَعمى والْبصِير أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا لِلهِ شركَاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه الْخلْق علَيهِم قُلْ الله خالِق كُلِّ شيءٍ وهو الْواحِد الْقَهار

" জিজ্ঞেস কর, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা কে? বলঃ আল্লাহ্। বলঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল মন্দেরও মালিক নয়? বলঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার আলোর সমান হয়? তবে কি তারা আল্লাহ্র জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, যারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে ? বলঃ আল্লাহ্ই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী।" [সূরা আর- রাআ'দঃ ১৬]

أَلاَ لِلهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبدهم إِلاَ لِيقَربونا إِلَى اللهِ زلْفَى إِن الله يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ يختلِفُونَ إِن الله لاَ يهدِي من هو كَاذِب كَفَّار

" নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত শুধু আল্লাহ্রই জন্য। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্য করি যেন তারা আমাদের আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফয়সালা করে দিবেন যে বিষয়ে তারা বিরোধ করে। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। " [সূরা আয্ যুমারঃ ৩]

أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخالِقُون*أَم خلَقُوا السماواتِ والأَرض بل لاَ يوقِنونَ

" তারা কি আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা কোন কিছু সম্পর্কেই নিশ্চিত নয়।" [সূরা তূ-রঃ ৩৫-৩৬]

অন্য একটি ধারণা তখন অনেককের মাঝেই প্রচলিত ছিল (এখনও অনেকের মাঝে প্রচলিত) যা আসলে বস্তুবাদের মূল মতবাদ। আল্লাহ্সুবহানাহুতা'য়ালা তদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করেছেন এবং নিম্নোক্তভাবে তার প্রত্যুত্তর করেছেন,

وقَالُوا ما هِي إِلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلِكُنا إِلا الدهر وما لَهم بِذَلِك مِن عِلْمٍ إِنْ هم إِلا يظُنونَ

" তারা বলে আমাদের পার্থিব জীবনইতো শেষ; আমি মরি ও বাঁচি, মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই; তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।" [সূরা আল্- জ্বাছিয়াহ্ ঃ ২৪]

এগুলো ছিল খুবই বুদ্ধিদৃপ্ত তর্ক-বিতর্ক যা কুরাইশদের ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে খন্ডন করার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ যুক্তিগুলো কতটা গভীর এবং প্রাসঙ্গিক ছিল তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য একজনকে অবশ্যই তৎকালীন মক্কার সম্পূর্ণ ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো বুঝতে হবে। মক্কায় বসবাসকারী যেকোন মুশরিক (বহুত্ববাদী) অথবা মুসলিম উপরোক্ত বিবৃতিগুলোর পুরো সত্যটাকে উপলব্ধি করতে না পারলেও এর ভেতরকার মূল সত্য উপাদানটাকে অন্তত চিনতে পারত।

মক্কার অভিজাত সম্প্রদায় খুবই ধনী ছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের ছিল এক ধরণের বিবেকবর্জিত আধিপত্য। তারা কাফেলা ব্যবহার করে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য করত। এসব বাণিজ্য কাফেলা শীত মৌসুমে ইয়েমেন এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে সিরিয়ায় ভ্রমণ করত। ওকাজ মেলার মত তাদের কতগুলো মৌসুমি মেলা হত যা অনুষ্ঠিত হত হজ্বের মৌসুমে। তাদের ব্যবসার এক বিরাট অংশ হাজ্বীদেরকে প্রতারণার প্রতি কেন্দ্রিভূত ছিল। এটি হয়ত সবাই করত না, কিন্তু এটি ছিল এমন একটি চর্চা যা সমাজ সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিল।

আল্লাহ্‌সুবহানাহুতা'য়ালা সরাসরি প্রতারণার এ কর্মটি এবং প্রতারকদেরকে নির্দেশ করে খুব তীক্ষ্ম বাণী নাযিল করলেন যা মক্কার নাগরিকদের মনে, যারা মূলতঃ এ ঘটনাটিকে ঘটতে দিচ্ছিল, তাদের মনে ব্যাপক প্রশ্ন ও ক্রোধের জন্ম দিয়েছিল।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ *الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ*وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

" যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকদের কাছ থেকে যখন নেয় তখন পূর্ণমাত্রায় নেয়। এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।" [সূরা আল্ মুতাফ্‌ফিফীনঃ ১-৩]

এই সমালোচনাগুলোর মধ্যে এমন কিছু প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা ছিল যার মাধ্যমে তৎকালীন মক্কী সমাজের সাধারণ জনগণ কোন ঘটনা, প্রথা বা চিন্তাকে নির্দেশ করে এসব আয়াত নাযিল হয়েছে তা সহজেই বুঝে ফেলত।

কুরাইশদের আভিজাত্যবাদী আর্থ-সামাজিক দর্শন সূরা আল-মাউনে কঠোরভাবে অভিযুক্ত হয়েছিল,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ*وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ *

" আপনি কি তাকে দেখেছেন যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে? সে হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।"
[সূরা- মাউন:১-৩]

আল-ওয়াহিদি আসবাব আল–নুযুল আল–কুরআন'এ উল্লেখ করেন যে এই সূরাটি আবু সুফিয়ানকে সম্পর্কযুক্ত করে নাযিল হয়েছিল। একবার সে একটি বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল যার জন্য দুইটি ভেড়া জবাই করা হয়েছিল। এক এতিম তার বাড়িতে এসে খাবার চেয়েছিল। আবু সুফিয়ান এই এতিমের অনাহূত প্রবেশে ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হল এবং এতিম বালকটিকে গালাগালি করল এবং একটি লাঠি দিয়ে এতিমের মাথায় আঘাত করল। সূরা আত-তাকাছুর ও সূরা হুমাজাহ্'তেও এই অভিজাততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো সমালোচিত হয়েছে,

أَلْهاكُم التكاثُرُ* حتى زرتم الْمقَاِبرَ* كَلا سوف تعلَمون*

" প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে গমন কর। এটা কখনো উচিত নয়। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।"
[সূরা আত্-তাকাসুর:১-৩]

ويلٌ ِلكُل همزِة لُمزِة* الذِي جمع مالاً وعددهُ* يحسب أَن مالَه أَخلَده

"দুর্ভোগ তার জন্য যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে । যে অর্থ জমা করে ও বার বার গণনা করে। সে মনে করে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।
" [সূরা আল্ হুমাযাহ্ঃ ১-৩]

তাছাড়া এই দু'টি আয়াতের মাধ্যমে বস্তুবাদ এবং পরনিন্দাকেও আঘাত করা হয়েছে। উপরোক্ত তিনটি আয়াতই মক্কী যুগের শুরুতেই নাযিল হয়েছিল।

কুরাইশদের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধ থেকে জন্ম নেয়া এক ভয়ঙ্কর প্রথা ছিল শিশুহত্যা। দারিদ্র অথবা লোকলজ্জার ভয়ে কুরাইশরা তাদের শিশুকন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দিত। আর এই কর্ম এবং একে প্রভাবিত করার পেছনের পুরো চিন্তার শৃঙ্খলকে কুরআনে আঘাত করা হয়েছে,

وإِذَا بشر أَحدهم ِبالأُنثَى ظَل وجهه مسودا وهو كَظِيمٌ* يتوارى ِمن الْقَومِ ِمن سوِء ما بشر ِبِه أَيمسِكُه علَى هوٍن أَم يدسه ِفي الترابِ أَلاَ ساَء ما يحكُمونَ

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো দুঃসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে (কন্যা সন্তান) বেঁচে থাকতে দেবে, না মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। (শুনে রাখ) তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট!" [সূরা আন্- নাহলঃ ৫৮-৫৯]

تقْتلُوا أُولَادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِن قَتلَهم كَانَ خِطئًا كَبِ ا

"দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি।" [সূরা আল- ইসরাঃ ৩১]

وإِذَا الْموءُودةُ سئِلَتْ *بِأَي ذَنبٍ قُتلَت

"যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? " [সূরা আত্- তাক্বীরঃ ৮-৯]

এটি মুশরিকদের অন্য আরেকটি ব্যবহার বা প্রচলিত চিন্তার দিকেও আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে আর তা হল মেয়েদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহ্‌সুবহানাহুতা'য়ালা কুরাইশরা যে ভাবে মেয়েদের সাথে আচরণ করত আর অপর দিকে তারা যেভাবে তাদের ধর্মীয় প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করত এ দুয়ের মাঝে স্পষ্ট বিরোধকে তুলে ধরেছেন,

ويجعلُونَ لِلهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ

"তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে- তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্য ওরা তাই নির্ধারণ করে যা ওরা চায় (পুত্র) ।" [সূরা আন্- নাহল ঃ ৫৭]

أَفَرأَيتم اللات والْعزى* ومناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخرى*
أَلَكُم الذكَر ولَه الْأُنثَى* تِلْك إِذًا قِسمةٌ ضِيزى

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্‌যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি–মানাত সম্পর্কে ? পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যাসন্তান আল্লাহ্‌র জন্য ? এমতাবস্থায় এটাতো খুবই অসঙ্গত বন্টন!" [সূরা আন-নজমঃ ১৯-২২]

أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنونَ

"তাঁর কি শুধুমাত্র কন্যা সন্তান আছে আর তোমাদের পুত্র সন্তান ?"
[সূরা আত্ তূ-রঃ ৩৯]।

এভাবে উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে তৎকালীন জাহেল সমাজে প্রচলিত প্রভাবশালী চিন্তা,

বিশ্বাস,আবেগ ও অনুভূতিগুলোকে আঘাত করে সেগুলোকে পরিবর্তনের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

রাসুল (সাঃ) তৎকালীন সমাজের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমাজের সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থাও সমাজের একটি উপাদান। হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর সময় শাসন ক্ষমতা ছিল কুরাইশদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে; তারা ছিল কিছু নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা মক্কার সাধারণ মানুষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা ও প্রভাব রাখত ।

রাসূল (সাঃ)এর অনেক হাদীস এবং কুরআনের অনেক আয়াতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এসমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এসব ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি মক্কার বিচার ও শাসন নিয়ন্ত্রণ করত। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর'(রাঃ) এর উক্তিতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেন, *"একদিন রাসূল (সাঃ) যখন সিজদারত ছিলেন, কিছু সংখ্যক কুরাইশ খুব বেশী দূরে ছিল না, তখন ওকবা ইবনে আবু মোয়াজ একটি ছাগলের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এসে তাঁর (সাঃ) পিঠে নিক্ষেপ করল। ফাতিমা (রাঃ), তাঁর (সাঃ) কন্যা, বেরিয়ে এসে এই অপরিস্কার পদার্থগুলো সরিয়ে রাগান্বিতভাবে দুস্কৃতিকারীদের অভিশাপ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন আল্লাহ্ যেন তাদের শাস্তি দেন। তখন রাসূল (সাঃ) মাথা তুললেন, সিজদা শেষ করলেন এবং খুব শান্তভাবে প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ্, কুরাইশদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, আবু জেহেল ইবনে হাশিম, উতবা ইবনে রাবীয়া, সায়বান ইবনে রাবীয়া, উমাইয়া ইবনে খলফ এবং উবাই ইবনে খলফ' এর সাথে নির্দয় ব্যবহার কর।"(বুখারী)*

উপরোক্ত দোয়ায় সবার শেষে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেই উবাই ইবনে খলফকে নির্দেশ করে সূরা ইয়াসীনের একটি অংশ নাযিল হয়েছিল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে 'উবাই রাসূলের (সাঃ) কাছে একটি পুরোনো হাঁড়ের টুকরো নিয়ে এল, একে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করল, এবং বলল, 'মুহাম্মদ, তুমি কি দাবী কর যে এটি সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ্ একে জীবন দান করতে পারেন?" এরপর সে তার হাতে একে পিষে এর ভাঙ্গা টুকরা ও ধুলারাশি রাসূলের (সাঃ) মুখের দিকে ফুঁকে দিল। নবীজি (সাঃ) তখন উত্তর করলেন," হাঁ, আমি অবশ্যই বলি যে, আল্লাহ্ একে পুনরুত্থিত করবেন এবং তোমাকেও, তুমি এর মত (ভাঙ্গা টুকরা ও ধুলারাশি) হয়ে যাওয়ার পরও। এরপর আল্লাহ্ তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" এরপর সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো নাযিল হল,

فَلاَ يحزنك قَوْلُهم ۘإنا نعلَم ما يسِرونَ وما يعِلنونَ * أولَم ير الإنسانُ أنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِين * وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِ الْعِظَام وهِي رمِيم * قُلْ يحيِيها الَّذِي أنشأها أولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم

"অতএব তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা প্রকাশ্যে করে। মানুষ কি দেখে না যে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে। অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাক বিতন্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলঃ যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। " [সূরা–ইয়াসীনঃ ৭৬–৭৯]।

যদিও উবাই'র নাম বাহ্যিকভাবে উল্লেখিত হয়নি, তবু মক্কী সমাজ (মুসলমান এবং অমুসলমান সবাই) খুব ভালভাবেই জানত এই আয়াতগুলো উবাই এবং ঐ নির্দিষ্ট ঘটনাকে নির্দেশ করে নাযিল হয়েছে।

কুরআনে প্রচুর আয়াত রয়েছে যেখানে কুরাইশ নেতাদের নাম উল্লেখ ছাড়া তাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে। যাই হোক, যেসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদেরকে নির্দেশ করা হত সেগুলো তৎকালীন সমাজে বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়ে যেত। এভাবে মক্কী সমাজের ক্ষমতাসীন এলিট (অভিজাত) শ্রেণীর অপরাধ–অপচিন্তার প্রতি নির্দেশ করে প্রবলভাবে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

বুখারীতে সংকলিত হয়েছে, *ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে যখন* **"এবং তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর"***(আল-কুরআন: ২৬ঃ২১৪) নাযিল হল, রাসূল (সাঃ) সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং সজোরে ঘোষণা করলেন,"ও বনি ফিহর, ও বনি আদি" সবাইকে জড় করে তিনি (সাঃ) বল্লেন, "বল, আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে কিছু অশ্বারোহী বাহিনী এই উপত্যকায় তোমাদেরকে আক্রমণ করতে আসছে, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?" তারা বলল, "হাঁ, আমরা তোমার কাছ থেকে সত্যবাদীতা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যক্ষ করিনি।" তখন তিনি (সাঃ) বললেন,"আমি এক কঠোর শাস্তির ব্যাপারে তোমাদের প্রতি সতর্ককারী।" আবু লাহাব (যে সেখানে উপস্থিত ছিল) রাগান্বিতভাবে চিৎকার করে বলল, "তাব্বালক* (**ধ্বংস** *হও)" তুমি কি এজন্যই আমাদের জড়ো করেছ?"* এরপর আবু লাহাব ও তার স্ত্রী কুরআনে কঠোরভাবে নিন্দিত হয়েছে,

تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب * ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب * سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ * وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ * فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ

“ আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোন কাজে আসেনি তার ধন সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। এবং তার স্ত্রীও–যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে। ”

[সূরা- লাহাবঃ ১–৫]

এটি ছিল মক্কী যুগে নাযিলকৃত ষষ্ঠ সূরা ।

এভাবে তৎকালীন নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করে জনগণের উপর তাদের দুষ্ট প্রভাব ও কর্তৃত্বকে খর্ব করে দেয়া হয়েছিল।

বর্তমান যুগে সমাজ পরিবর্তনের জন্য ইসলামিক পদ্ধতির প্রয়োগ

আমাদের চারপাশের এই জাহেল সমাজ পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে রাসূল(সাঃ) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে। কুফর, দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজ পরিবর্তনের জন্য তিনি যে কয়টি পর্যায় অতিক্রম করেছেন আমাদেরকেও সেই পর্যায়গুলো অতিক্রম করতে হবে। সেজন্য আমাদের অবশ্যকরণীয় হচ্ছে–

১. ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে ইসলামিক ব্যক্তিত্ব তৈরী করা যার জীবনের সব কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সন্ধান করা। আর এর মানে হচ্ছে সব কাজে হালাল হারাম মাপকাঠি মেনে চলা; সেই সাথে নিজেকে আরো বিশুদ্ধ করার জন্য এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য ক্রমাগত আল্লাহ্‌র স্মরণ (জিকির)-এ রত থাকা, বেশী বেশী ইবাদত বন্দেগী করা এবং আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাত কামনা করা। এরূপ ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক, রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা, জ্ঞান, দক্ষতা ও সততায় এমন ভাবে গড়ে উঠবেন যেন তারা জাহেল সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পারেন। আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গকারী মানুষরা সুশৃঙ্খল ভাবে একটি দলের অধীনে কাজ করবেন এবং যথাযথ লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে সামনে রেখে কুর’আন সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে শামিল হবেন।

২. সমাজে প্রচলিত দুষ্ট চিন্তা, চেতনা ও আবেগ অনুভূতিগুলোকে পরিবর্তন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এজন্য সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত চিন্তাগুলো সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের সমাজে চলছে পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, আল্লাহ্‌ ও তাঁর আদেশ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ, মানুষের সার্বভৌমত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, শাসক শ্রেনীর স্বার্থের রাজনীতি, অন্ধভাবে উপনিবেশবাদী প্রভূদের নির্দেশের অনুসরণ ইত্যাদি দুষ্ট চিন্তা ও পদ্ধতির চর্চা ও বাস্তবায়ন। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোন ভূমিকা রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সমাজের এসব দুষ্ট চিন্তা ও নিয়ম কানুনকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, যেমনটি করেছিলেন রাসূল (সাঃ) তাঁর মক্কী জীবনে। বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

চর্চাকে আলোচনায় এনে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে যে আলোচ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যে সীমাহীন দূর্নীতি ও জুলুম চলছে তার মূল উৎস সমাজে প্রচলিত দুষ্ট চিন্তা ও নিয়ম পদ্ধতি। অপরদিকে ইসলামকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন জনগণ বুঝতে পারে যে সমাজে মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ইসলাম। আর এটা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে চলমান জীবন ও ঘটমান বাস্তবতা থেকে বিভিন্ন ইস্যু (যা জনগনের চিন্তাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করছে) নিয়ে মানুষের সাথে আলোচনা করা এবং মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া কিভাবে সমাজে প্রচলিত চিন্তা ও আইনগুলোর সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী শাসক শ্রেনী ও তাদের বিদেশী প্রভুরা জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন করছে; সেই সাথে ইসলামী চিন্তা চেতনা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা (খিলাফত) কিভাবে মানুষকে এসব মানব রচিত আইনের জুলুম থেকে মুক্ত করে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও অগ্রগতির ধারা প্রতিষ্ঠিত করে তাও জনগণের সামনে উপস্থাপন করা।

৩. যখন জনগণ আস্থার সাথে বুঝতে পারবে যে একমাত্র ইসলামী জীবনাদর্শ (Ideology) দ্বারাই আমাদের সব চাহিদা ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তখন ব্যাপক জনমতকে ভিত্তি করে সমাজের নেতৃস্থানীয় সৎ মানুষদের সহযোগিতায় বর্তমান পুঁজিবাদী-জালিম নেতৃত্ব তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে ইসলামী সরকার বা রাষ্ট্রব্যবস্থা (খিলাফত) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

উপসংহার ঃ

জনগণের উপর জোর করে কিছু ইসলামি আইন চাপিয়ে দিয়ে কিংবা শুধুমাত্র কিছু নেতাকে অপসারণ করে নতুন কিছু লোককে ক্ষমতায় বসিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র (খিলাফত) প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বরং ভ্রান্ত চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকেই যুক্তিপূর্ণভাবে কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এবং জনগণকে অবশ্যই বোঝাতে হবে যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা আর এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করি।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, আমাদের সমাজের বর্তমান দুরবস্থায় আমরা যদি প্রকৃত পরিবর্তন আনতে চাই তাহলে সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং সেগুলো পরিবর্তনের জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা চালাতে হবে।

আমরা যাতে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারি সেজন্য আমরা তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমীন ॥